যৌগিক মাওসুফ-সিফা

১.১ যৌগিক মাওসুফ-সিফা কি?

মৌলিক ব্যাকরণে একটি **موصوف صفة** বাক্যাংশ তৈরী হয় দুটি ইসম দিয়ে, এবং **صفة** টি এর **موصوف** এর চারটি বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পূর্নভাবে মিলে যায়। যেমন, **اَلرَّجُلُ الطَّوِيْلُ** অর্থ "লম্বা মানুষটি"।

কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে একটি **صفة** কেবলমাত্র একটি **اسم** কে বর্ণনা করে কোনো একটি উদ্দ্যেশ্যকে সামনে রেখে যেমনটি করেছে উপরের উদহারণে।

সুতরাং, যেকোন শব্দ, বাক্যাংশ অথবা বাক্য যা একটি ইসমকে বর্ণনা করে তাকে উক্ত ইসম এর সিফা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এখন কিছু বাক্যের উদহারণ দেখা যাক। সিফাগুলো'র নীচে লাইন টানা আছে।

একজন মানুষ যিনি আমার স্কুলে পড়ান, ঐ গাড়ীটি চালাচ্ছেন।

এটি ধ্বংস হয়েছিল একটি বিশাল আগুন দ্বারা যা অনেক তাপ ধারণ করছিল।

মক্কা থেকে আসা মুসলিমরা আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছিল।

আমি বোনদের দেখতে গিয়েছিলাম যারা গতকাল কুরআন পাঠ করছিল।

আরবীতে যৌগিক **صفات** হতে পারে যেকোন কিছু, উদাহরণ সরূপ **جار مجرور**, একটি **فعل** (হয় **ماض** বা **مضارع**), **جملة اسمية**, **جملة فعلية** অথবা একটি **اسم موصول** বাক্যাংশ।

১.২ কখন اسم موصول ব্যবহার করতে হয়

যখন একটি **اسم** কে বর্ণনা করা হয় এবং সেটির সাথে **لام التعريف** থাকে তখন সিফা হিসেবে **اسم موصول** বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়। যেমন, "মানুষটি যিনি আবৃত্তি করেন তিনি প্রবেশ করেছিলেন" এর আরবী হবে **دَخَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ** ।

"মানুষটি যিনি আবৃত্তি করেন" কে আমরা অনুবাদ করছি **الرَّجُلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ** । কেন আমাদের **الَّذِيْ** বসাতে হচ্ছে ? কারণ, আমরা যদি **الَّذِيْ** কে সরিয়ে দেই তাহলে বাক্যটি দাঁড়াবে: **الرَّجُلُ يَقْرَأُ** যার অর্থ "মানুষটি আবৃত্তি করে" কিন্তু আমাদের প্রয়োজন "মানুষটি যিনি আবৃত্তি করেন"।

পরবর্তী প্রশ্ন হতে পারে: কি হবে যদি আমরা বলতে চাই " **একজন** মানুষ যিনি আবৃত্তি করেন তিনি প্রবেশ করেছিলেন" ? এ ক্ষেত্রে "একজন মানুষ" শব্দটি **نكرة** (অনির্দিষ্ট/কমন), ফলে **اسم موصول** ব্যবহার হবে না: **دَخَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ** ।

"একজন মানুষ যিনি আবৃত্তি করেন" কে আমরা অনুবাদ করি **رَجُلٌ يَقْرَأُ** । কোনো **اسم موصول** এর প্রয়োজন হচ্ছে না কারণ **موصوف** টি **معرفة** (নির্দিষ্ট/প্রপার) নয়। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কেন **رَجُلٌ يَقْرَأُ** কে অনুবাদ করছি না "একজন মানুষ আবৃত্তি করেন" ? কেন এটি **جملة اسمية** নয় ? স্মরণ করুন যে একটি **جملة اسمية** সাধারণত একটি **اسم** দিয়ে শুরু হয় যেটি **معرفة** (নির্দিষ্ট/প্রপার) । যদি আমরা বলতে চাই যে, "একজন মানুষ আবৃত্তি করেন" তাহলে আমরা **جملة فعلية** ব্যবহার করবো এবং তা হবে **يَقْرَأُ رَجُلٌ** ।

কুর'আন থেকে নেয়া নীচের দুটি আয়াত তুলনা করা যাক। দুটিতেই "আগুন" শব্দটি কে বর্ণনা করা হয়েছে একই রকম বাক্যে, কিন্তু পার্থক্য টা কি ? কেন তারা ভিন্ন ?

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ২:২৪ কিন্তু যদি তোমরা না করো -- আর তোমরা কখনো পারবে না -- তাহলে আগুনটিকে ভয় কর যার জ্বালানি হচ্ছে মানুষ এবং পাথরগুলো, --

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ৬৬:৬ ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করো সেই আগুন থেকে যার জ্বালানি হচ্ছে মানুষ ও পাথরগুলো,

অনুশীলনী: নীচের আয়াতগুলো'র ইরাব বিশ্লেষণ করুন:

فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ২৫:৩৬ কাজেই আমরা বলেছিলাম -- "তোমরা দুজনে চলে যাও সেই লোকদের কাছে যারা আমাদের নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে।'

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ ৩৬:২০ আর শহরের দূর প্রান্ত থেকে একজন লোক দেড়ে এল, সে বললে -- "হে আমার স্বজাতি! প্রেরিতপুরুষগণকে অনুসরণ করো, --

১.৬.৩ সিফা হিসেবে বাক্যাংশ

বাক্যাংশ কে **صفة** হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। নীচের উদহারণগুলো লক্ষ্য করি:

মক্কা থেকে আসা একজন মানুষ শহরটিতে প্রবেশ করেছিল। **رَجُلٌ مِنْ مَكَّةَ دَخَلَ المَدِيْنَةَ**

বাড়ী'র ভিতরের বালতিটি নীচে পড়ে গিয়েছিল। **الدَلْوُ الَّتِيْ فِي البَيْتِ سَقَطَتْ**

যদি **جار مجرور** বাক্যাংশটি একটি **اسم** কে বর্ণনা করে এবং সেই ইসমটি যদি **نكرة** (অনির্দিষ্ট/কমন) হয় তবে কোনো **اسم موصول** এর প্রয়োজন হবে না, যা প্রথম উদহারণটিতে দেখা যাচ্ছে। অন্যথায় একটি **اسم موصول** ব্যবহার করতে হবে। ইদাফা একই নিয়মে সিফা হিসেবে আসতে পারে, তবে ইদাফা'র মুদাফ এর স্ট্যাটাস, বচন এবং লিংগ মাউসুফের সাথে মিলবে কিন্তু টাইপ নাও মিলতে পারে ।

কুর'আন থেকে:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّـهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ৬১:১৩ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে **সাহায্য** ও আসন্ন বিজয়।

উপরের আয়াতটিতে **مِنَ اللَّـهِ** বাক্যাংশটি **نَصْرٌ** এর সিফা যার ইরাব হবে : **من الله – جار مجرور صفة لِ "نصر" في محل رفع**

أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّـهِ ১২:১০৭ তারা কি তবে নিরাপদ বোধ করে তাদের উপরে আল্লাহ্‌র শাস্তির ঘেরাটোপ এসে পড়া সম্বন্ধে,

উপরের আয়াতটিতে **مِنْ عَذَابِ اللَّـهِ** বাক্যাংশটি **غَاشِيَةٌ** এর সিফা যার ইরাব হবে : **من عذاب اللَّـه – جار مجرور و إضافة صفة لِ "غاشية" في محل رفع**

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ৪:২৩ আর যারা তোমাদের ঔরস থেকে তোমাদের তেমন ছেলেদের স্ত্রীরা;

উপরের আয়াতে **جار مجرور** বাক্যাংশের আগে একটি **اسم موصول** ব্যবহৃত হয়েছে কারণ **موصوف** টি (أَبْنَاءِ) হলো **معرفة** (নির্দিষ্ট/প্রপার) । ফলে **الَّذِينَ** এর ইরাব হবে **الَّذِينَ – اسم موصول صفة لِ " أبناء " في محل جر**

অনুশীলনী: যৌগিক মাওসুফ-সিফা সংক্রান্ত এখন পর্যন্ত অর্জিত জ্ঞানের আলোক নিচের আয়াতটি অনুবাদ করুন:

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ৪০:২৮ আর ফিরআউনের লোকদের থেকে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি যে তার ঈমান লুকিয়ে রেখেছিল, বলল –

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا ১১:২৭ তখন তাঁর কওমের কাফের প্রধানরা বলল আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না;

অনুশীলনী: নিচের আয়াত টিকে যৌগিক মাওসুফ-সিফা সনাক্ত করুন:

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ৪৭:১৫ ধর্মভীরুদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার উপমা হচ্ছে -- তাতে রয়েছে ঝরনারাজি এমন পানির যা পরিবর্তিত হয় না,

১.৬.৪ সিফা হিসেবে جملة فعلية

جملة فعلية কে **صفة** হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি বাক্যাংশ কে সিফা হিসেবে ব্যবহারের অনুরূপ। **فعل مضارع** এবং **فعل ماض** দুই ধরণের বাক্যকেই সিফা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ঠিক আগের মতো, যদি **موصوف** হয় **معرفة** সেক্ষেত্রে **اسم موصول** ব্যবহার করতে হবে, অন্যথায় নয়।

কুরআন থেকে উদহারণ:

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ৩:৮৬ আল্লাহ কেমন করে হেদায়ত করবেন সেই লোকদের যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের বিশ্বাস স্থাপনের পরেও,

উপরের আয়াতে একটি জাতিকে বর্ণনা করার জন্য **كَفَرُوا** ব্যবহৃত হয়েছে যেটি একটি **جملة فعلية** । শব্দটি **نكرة** (অনির্দিষ্ট/কমন), ফলে এটি'র সিফা বর্ণনা করার জন্য ইসম মাওসুল ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। এই আয়াতাংশের ইরাব হবে:

قَوْمًا : مفعول به منصوب . كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ: جملة فعلية في محل نصب صفة– نعت –لِ"قَوْمًا"

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ১৮:০২ এবং সুসংবাদ দিতে পারে মুমিনদের যারা সৎকর্ম করে থাকে,

উপরের আয়াতে الْمُؤْمِنِينَ শব্দটিকে একটি **فعل مضارع** দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যা হউক যেহেতু الْمُؤْمِنِينَ শব্দটি **معرفة** (নির্দিষ্ট/প্রপার) সেহেতু এর সিফা বর্ণনায় ইসম মাওসুল ব্যবহৃত হয়েছে।

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ৫:১০১ সে-সব বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করলে তোমাদের অসুবিধা হতে পারে৷

উপরের উদহারণে إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ একটি **جملة شرطية** (শর্ত সম্বলিত বাক্য)। যা হউক এই বাক্যটি أَشْيَاءَ শব্দ কে বর্ণনা করছে এবং এর ফলে সিফা-বাক্যটির স্ট্যাটাস জার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে (**في محل جر**)।

অনুশীলনী: নিচের আয়াতগুলোতে সিফাগুলো সনাক্ত করুন এবং সেভাবে অনুবাদ করুন। যৌগিক সিফা'র ক্ষেত্রে তার স্ট্যাটাস নির্ণয় করুন:

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ২৫:৩ তবুও তারা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অন্য উপাস্যদের গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না,

قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ২৫:১৫ তুমি বলো -- "এইটি কি ভাল, না চিরস্থায়ীস্বর্গোদ্যান যা ওয়াদা করা হয়েছে ধর্মনিষ্ঠদের জন্য?''

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ২১:৬০ তারা বললে -- "আমরা এদের সম্বন্ধে একজন যুবককে বলাবলি করতে শুনেছিলাম, তাকে বলা হয় ইব্রাহীম।''

১.৫ সিফা হিসেবে جملة اسمية

বাক্যেকে যৌগিক সিফা হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। **جملة اسمية** ও সিফা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণত যখন একটি **جملة اسمية** সিফা হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এর **مبتدأ** হয় **نكرة** এবং **مؤخر** ।

কুরআন থেকে উদহারণ:

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ২:২৬৬ এমতাবস্থায় তাকে পাকড়ালো ঘুর্ণিঝড়ে, যাতে রয়েছে আগুনের হলকা, ফলে তা পুড়ে গেল!

উপরের আয়াতে إِعْصَارٌ শব্দটিকে বর্ণনা করার জন্য একটি **جملة اسمية** ব্যবহৃত হয়েছে। فِيهِ نَارٌ বাক্যটি একটি সিফা। এটি ব্যাকরণগত ভাবে লেভেল করা হবে : " إِعْصَارٌ" جملة اسمية في محل رفع صفة– نعت –لِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ১৪:২৪ তোমরা কি ভেবে দেখ নি আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন সাধু কথাকে উৎকৃষ্ট গাছের সঙ্গে, যার শিকড় হচ্ছে মজবুত ও যার ডালপালা আকাশে,

উপরের আয়াতে شَجَرَةٍ শব্দটির তিনটি সিফা রয়েছে: প্রথম সিফাটি হলো طَيِّبَةٍ , যা হলো একটি সাধারন ইসম সিফা। পরবর্তী সিফাটি হলো একটি বাক্য أَصْلُهَا ثَابِتٌ ; যাকে লেভেল করা হবে - " شَجَرَةٍ" جملة اسمية في محل جر صفة– نعت –لِ। সর্বশেষ সিফাটি হলো আরেকটি বাক্য وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ কিন্তু **واو عاطفة** জন্য এটি আগের সিফা-বাক্যের সাথে সংযুক্ত। এর ইরাব হবে :

جملة اسمية معطوف على "أصلها" و تعرب إعرابها

অনুশীলনী: কুর'আন থেকে নেয়া নীচের আয়াতটি লক্ষ করুন। আপনি কি সব সিফাগুলো খুঁজে পাচ্ছেন ? আপনার উত্তরগুলো প্রদত্ত ইরাব বিশ্লেষন এর সাথে মিলিয়ে নিন।

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

৩:১১৭ দুনিয়ার এই জীবনে তারা যা খরচ করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাতাসের দৃষ্টান্তের মতো যাতে রয়েছে কনকনে ঠান্ডা, এ ঝাপটা দিল সেই লোকদের ফসলে যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে,

উত্তর: উপরের আয়াতটিতে অনেকগুলো মাওসুফ-সিফা জোড়া রয়েছে:

১) **الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** বাক্যাংশ টি একটি সরাসরি মাওসুফ-সিফা যা দুটি ইসম নিয়ে গঠিত এবং তাদের ৪টি বৈশিষ্ট্যসমুহ মিলে গেছে।

২) **رِيحٍ** শব্দটি'র দুটি সিফা রয়েছে:

) **فِيهَا صِرٌّ** জুমলাহ্ ইসমিয়াহ্ (স্মরণ করুন **ريح** শব্দটি স্ত্রী-বাচক কারণ আরবা বলে বলেই (**مُؤَنَّثٌ سماعيّ**), অতএব সংযুক্ত সর্বনামটি হলো স্ত্রীবাচক **ها**)

খ) জুমলাহ্ ফি'ললিয়াহ্ যা শুরু হয়েছে **أَصَابَتْ** দিয়ে।

৩) **قَوْمٍ** শব্দটি'র একটি সিফা রয়েছে এবং এটি একটি জুমলাহ্ ফি'ললিয়াহ্ যা শুরু হয়েছে **ظَلَمُوا** দিয়ে।

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

مَثَلُ ... أَنفُسَهُمْ : جملة اسمية

مَثَلُ ... الدُّنْيَا : مبتدأ

مَثَلُ : مضاف . ما: اسم موصول في محل جر مضاف اليه.

يُنفِقُونَ .. الدُّنْيَا: جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب

يُنفِقُونَ: فعل مضارع فاعله هم

فِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا: جار مجرور متعلق ب"ينفقون". هَـٰذِهِ: إسم إشارة في محل جر. الْحَيَاةِ: بدل من اسم الإشارة . الدُّنْيَا: صفة– نعت –لِ" الحياة"

كَمَثَلِ ....أَنفُسَهُمْ: جار مجرور متعلق بالخبر

مَثَلِ: مضاف. رِيحٍ: مضاف اليه و موصوف.

فِيهَا صِرٌّ: جملة اسمية في محل جر صفة لِ "ريح". فِيهَا: متعلق بالخبر مقدم. صِرٌّ: مبتدأ مؤخر.

أَصَابَتْ ... أَنفُسَهُمْ: جملة فعلية في محل جر صفة ثانية لِ "ريح".

أَصَابَتْ: فعل ماض فاعله هي. حَرْثَ: مفعول به مضاف. قَوْمٍ: مضاف اليه و موصوف. ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ: جملة فعلية في محل جر صفة لِ "قَوْمٍ". ظَلَمُوا: فعل ماض فاعله هم. أَنفُسَهُمْ: إضافة مفعول به.